প্রথম আলো

তারিখ 10 OCT 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শান্তিতে নোবেল পেলেন বারাক ওবামা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নরওয়ের নোবেল কমিটি গতকাল শুক্রবার ২০০৯ সালের এ পুরস্কারের জন্য ওবামার নাম ঘোষণা করে। শান্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কূটনীতি জোরদার করা এবং মানুষে মানুষে সহযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় এ পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়।

গত বছরের ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে ওবামার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া যেমন চমকে যাওয়ার মতো ঘটনা ছিল, ক্ষমতায় আরোহণের আট মাস পর তাঁর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভও তেমনি বিস্ময়কর একটি ঘটনা। কারণ, এ পুরস্কারের জন্য নামের তালিকায় ওবামার নাম ছিল না।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভের পর প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা জনসমক্ষে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই পুরস্কার পেয়ে আমি একই সঙ্গে 'বিস্মিত' ও 'কৃতজ্ঞ'।

নরওয়ের রাজধানী অসলোয় নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান থর্বজর্ন ইয়াগল্যান্ড বারাক ওবামার নাম ঘোষণা করেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকেরা বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। ইয়াগল্যান্ড বলেন, পরমাণু অস্ত্রমুক্ত একটি বিশ্বের জন্য কাজ করাসহ জটিল সব বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে ওবামার উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিয়েছে নোবেল কমিটি। নোবেল কমিটির ঘোষণায় বলা হয়, 'ব্যক্তি হিসেবে ওবামা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করেছেন, তা অত্যন্ত বিরল একটি ঘটনা।' এতে আরও বলা হয়, ওবামার গৃহীত উদ্যোগের জন্য তাঁকে অভিনন্দন। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে অত্যন্ত গঠনমূলক ভূমিকা রাখছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বারাক ওবামা

একনজরে

১৯৬১	জন্ম: ৪ আগস্ট, হাওয়াই
১৯৯১	হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা
১৯৯৬	ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের সিনেটর
২০০৪	মার্কিন সিনেটের সদস্য নির্বাচিত
ফেব্রুয়ারি ২০০৭	মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থিতা ঘোষণা
৪ নভেম্বর ২০০৮	যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত
২০০৯	পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাসের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা, মধ্যপ্রাচ্য শান্তি-প্রক্রিয়া শুরু, গুয়ানতানামো কারাগার বন্ধের অঙ্গীকার এবং জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ
৯ অক্টোবর ২০০৯	আন্তর্জাতিক কূটনীতি জোরদার করতে 'অনন্য সাধারণ' প্রয়াস চালানোর জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ

শান্তিতে নোবেল পেলেন বারাক ওবামা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ওবামা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান, হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র রবার্ট গিবস শুক্রবার স্থানীয় সময় ভোর ছয়টার কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করে ওবামাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবর জানান। এ খবর পেয়ে ওবামা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য এযাবৎকালের সর্বোচ্চসংখ্যক ১৭২ জন ব্যক্তি ও ৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত করা হয়। তাদের মধ্য থেকে বারাক ওবামার নাম ঘোষণা করে পাঁচ সদস্যের নোবেল কমিটি।

আগামী ১০ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে বারাক ওবামার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পুরস্কার হিসেবে তিনি পাবেন একটি স্বর্ণপদক, একটি সনদ এবং এক কোটি সুইডিশ ক্রোনারের একটি চেক।

পাঁচ বছর আগেও রাজনৈতিক জগতে ওবামা ছিলেন অপরিচিত। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ওবামা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগে ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট এবং ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এ পুরস্কার লাভ করেন। আর ক্ষমতা ত্যাগের দুই দশকেরও বেশি সময় পর ২০০২ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এ পুরস্কার পান।

ওবামার প্রতিক্রিয়া: গতকাল হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় বারাক ওবামা বলেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলছি, এটাকে আমার ব্যক্তিগত কাজের স্বীকৃতি মনে করছি না। বরং সব দেশের মানুষ যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, এরই সমর্থনে আমেরিকার নেতৃত্বের প্রতি স্বীকৃতি।' তিনি বলেন, 'সত্য করে বলতে হয়, বিশিষ্ট যে ব্যক্তিদের এ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে, আমি তাঁদের কাতারে দাঁড়ানোর যোগ্য নই।'

ওবামা বলেন, এ পুরস্কার একবিংশ শতাব্দীর হুমকি মোকাবিলায় 'কাজে নেমে পড়ার' আহ্বান। এসব চ্যালেঞ্জ কোনো একজন নেতা বা কোনো একটি দেশের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। খবর এএফপি, এপি, সিএনএন ও বিবিসির।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন: শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাসস জানায়, গতকাল এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বিশ্বের সব মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট ওবামা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করছেন।

বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানায়, এক অভিনন্দনবার্তায় শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট ওবামা অনন্য ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অসাধারণ বিশ্ব গড়ার ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিতও করছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট ওবামা আরও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন শেখ